北京师范大学智慧学习研究院
Smart Learning Institute of Beijing Normal University

ALECSO

নতুন প্রজন্মের করোনা-ভাইরাস

১। করোনা-ভাইরাস মূলত কাকে বলে? ①

করোনা ভাইরাস মূলত একই শ্রেণীর অণুজীবসমূহের সমষ্টি যেগুলো অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রোগ (সাধারণ ঠান্ডা) থেকে শুরু করে নানা ধরনের জটিল রোগ যেমন পালমোনারির প্রদাহের মত রোগ যেমন মিডল ইস্ট রেস্পায়ারেটোরী সিনড্রম (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) এবং সিভিয়ার এ্যাকিউট রেস্পায়ারেটোরী সিনড্রম (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS).। এই নতুন প্রজন্মের (Novel Coronavirus COVID-19) ভাইরাসটি যেটা চায়নার উহান শহরে উৎপত্তি লাভ করেছে তা পূর্বের যেকোন শ্রেণী বা বিদ্যমান ধরণগুলো থেকে সম্পূর্নরূপে আলাদাভাবে আবির্ভূত হওয়া অনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অণুজীব (Virus)।

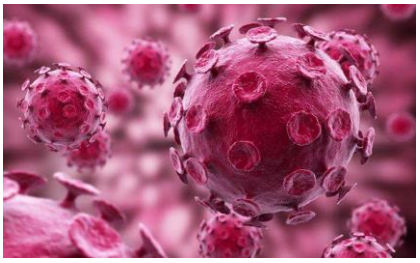

COVID-19
(www.thepaper.cn)

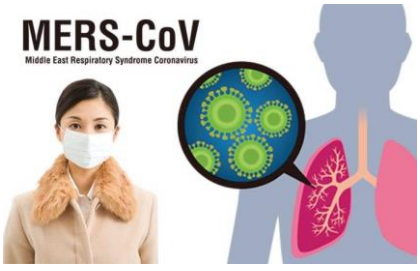

MERS
(www.en.etemaaddaily.com)

২| এই করোনা ভাইরাস ছড়ানোর মাধ্যমগুলো। ②

১| সরাসরি রোগী থেকে রোগী বিস্তৃতি

কোন আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাছি-কাশি, কফ, বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে অন্যান্যদের মাঝে ছড়ায়।

২| বায়ুর মাধ্যমে ছড়ানো

কোন আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যাক্তিবর্গের দ্বারা বায়ু দূষিত হলে ওই দূষণের মাধ্যমে সুস্থ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

৩| সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ানো

আক্রান্ত ব্যক্তির জীবাণু যদি কোন বস্তুর উপর জমে থাকে এবং ওই জমে থাকা বস্তুর উপর সুস্থ মানুষজন চলাফেরা করে তাহলেও একজন সুস্থ মানুষও আক্রান্ত হতে পারে চোখ, নাক, কান ও মুখের মাধ্যমে জীবাণুর অনুপ্রবেশের মাধ্যমে।

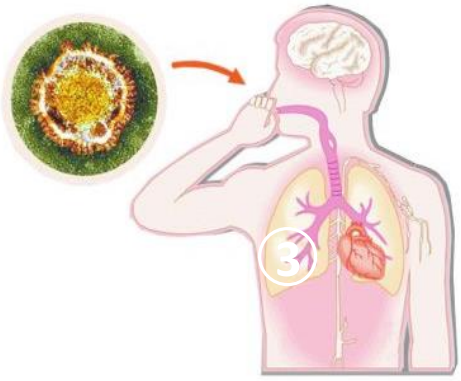

২। এই করোনা ভাইরাস ছড়ানোর মাধ্যমগুলো।
(www.kaixian.tv)

北京师范大学智慧学习研究院
Smart Learning Institute of Beijing Normal University

ALECSO

এই নতুন প্রজন্মের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্তজনিত নিউমোনিয়া হওয়ার লক্ষণসমূহ

③

এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সাধারণ লক্ষণ গুলোর মধ্যে সাধারণ হাছি-কাশি, জ্বর, অবসাদ, ও অন্যান্য সাধারণ লক্ষণগুলো দিয়ে শুরু হয়। কিছু কিছু রোগী ছোট লক্ষণগুলো থেকে শুরু হয় এমনকি অনেক সময় কোন লক্ষণই চোখে পড়ার মত থাকে না। জটিল লক্ষণগুলোর মধ্যে তীব্রতর শ্বাসকষ্ট (Acute Respiratory Distress Syndrome), সেপ্টিক শক, ও হজমজনিত উপসর্গ দেখা যায়। ইদানীংকালের চীনের এই ভাইরাস কেসগুলো থেকে দেখা যায় যে রোগীদের মধ্যে আগে থেকেই উপসর্গগুলো দেখা যায়। এবং তুলনামূলকভাবে খুব অল্প সংখ্যক রোগীই খুব মারাত্মকভাবে আক্রান্ত অথবা মৃত্যুর মুখে পতিত হয়।

উপরে উল্লেখিত উপসর্গগুলো বাদে আরও কিছু অস্বাভাবিক লক্ষণ লক্ষ করা যায়। সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হোল।

১. ক্ষুধা মন্দা, শারিরীক দুর্বলতা, বমি বমি ভাব অথবা বমি হয়ে যাওয়া, এমনকি ডাইরিয়াসহ ইত্যাদি।

২. স্নায়ুবিক দিক থেকে বলতে গেলে মাথা ব্যাথা দিয়ে শুরু হয়।

৩. হৃদরোগের দিক থেকে বুক ধরফর করা ও বুকের ভেতর ব্যাথা করা।

৪. চোখের দৃষ্টি প্রদাহ।

৫. শরীরের পিছনের নিচের দিকে সামান্য পেশীপ্রদাহও লক্ষণীয়।

সংক্রমণের লক্ষণ	সাধারণ ঠান্ডা লাগা	নোভেল করোনা-ভাইরাস
শ্বাসপ্রশ্বাশ	সাধারণ অবস্থা থাকে	ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাশ নিতে হয় এবং কঠিন হয়ে পড়ে শ্বাসপ্রশ্বাশের কাজ।
কাশি (কফ)	অনেক পরে জানা যায়।	মারাত্মকভাবে লক্ষণীয় যেগুলো শুকনা কাশি ও গলা শুকিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়।
জ্বর	সাধারণত ৪৮-৭২ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা যায়।	৭২ ঘণ্টার উর্ধে এই জ্বর স্থায়ী হয়ে থাকে।
শারিরীক অবস্থা	ঘুম ও খাওয়া দাওয়াতে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।	জীবনী-শক্তি, ঘুম ও ক্ষুধার মারাত্মক রকমের হ্রাস পায়।
অন্যান্য	-------	এই রোগ শনাক্তকারণে ২-১৪ দিন সময় লাগতে পারে।